দৈনিক সংবাদ

১৬

তারিখ ... OCT. 02.1999 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৬ ...

সংবাদ

রংপুরের রহস্যময় জেহাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

উচ্চ শিক্ষার নামে ওদের কোথায় নেয়া হয় কেউ জানে না

মাহবুব রহমান, রংপুর থেকে ঃ রংপুরে গড়ে ওঠা রহস্যময় 'জেহাদী শিক্ষা' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের ঐ দল নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিদেশে 'উচ্চ শিক্ষার' জন্য কিশোর-যুবকদের পাঠানো হয়। গত ২ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের বন্দিদশা থেকে ১২ জন কিশোরী উচ্চ শিক্ষার নামে উধাও হয়েছে।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর এই 'জেহাদী শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 'সংবাদ'-এ খবর প্রকাশের পর ওই মাদ্রাসার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে। 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত খবর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ করে শোনানোর পর ধর্মের নামে শপথ করানো হয় তারা যেন ভিতরে কোন তথ্য যেন বাইরে না বলে।

সাইন বোর্ডবিহীন 'দারুল উলুম মাহমুদিয়া মাদ্রাসা' নামে উক্ত জেহাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বড় হুজুরের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তার এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে কিশোর-যুবকদের চট্টগ্রামের হাটহাজারী, ঢাকার মোহাম্মদপুর, লালবাগ, ফরিদাবাদ, মাদানী নগর, যশোর, খুলনা এবং ভারতের দেওবন্দ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং কাশ্মিরে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। আর যেসব কিশোরীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তাদের 'জেহাদী শিক্ষা' দানের পর কোথাও পাঠানো হবে কিনা, এর কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। বড় হুজুর মুফতি শামসুল হক একাধিকবার বিদেশে গেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। তার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট রয়েছে। তার একটি লাল রঙের কারও রয়েছে (যার নম্বর ঢাকা মেট্রো-ক-০৩-

কেউ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

কেউ ঃ জানে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৩৬২)। ভারতের উত্তর প্রদেশে তার যাওয়া আসা আছে বলে খবর মিলেছে। একটি সূত্র জানায়, মুফতি শামসুল হক মৌলবাদী ইসলামী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য।

প্রতিষ্ঠানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে বারো আউলিয়া ধর্মদাস গ্রামের কিশোরী জাহানারা বেগম (১৫), বেদনা খাতুন (১৬), জোবেদা বেগম (১৬) এবং কিশোর আখতার হোসেন (১৬), এদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বেশ উদ্বেগজনক। তারা জানায়, তাদের 'ধর্মের নামে' রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদী শিক্ষা দেয়া হয়। এদেশে ইসলামী শাসন কায়েম করার জন্য তাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে এ রকম জেহাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য শপথ করানো হয়, উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে বলে বড় হুজুর জানিয়েছেন।

প্রাপ্ত তথ্য ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের বন্দিদশা থেকে গত ২ বছরে ১২ জনের অধিক কিশোরী নিখোঁজ হয়েছে। এদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, কেউ জানে না। কাগজ- কলমে এদের কোন তথ্য রাখা হয় না।

এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বড় হুজুরের অর্থের উৎস বেশ রহস্যময়। মাঝে মধ্যে অপরিচিত লোকজন এসে ঐ প্রতিষ্ঠানে যুবক-কিশোরদের জেহাদী শিক্ষা দেন এবং অনেক যুবক-কিশোরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় তা কেউ জানে না।